পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩০শে আষাঢ় ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৮১ ইং : ১২ই রমজান, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জুলাই ১৯৮১ ইং

৩৫শ বর্ষ
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (৩য় পারা : ৪০শ রুকু) সূরা আলে ইমরান (১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'কুরআন করীমের অস্ত্র হাতে লও, তোমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* ঈদুল ফিৎরের খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* জুময়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* সংবাদ	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* পবিত্র রমজানের পালনীয় কয়েকটি জরুরী বিষয়		১৪

আল্লাহতায়ালার ফজল-এর করমে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) স্বাস্থ্য আপাততঃ ভাল। জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারি রাখিবেন।

ঈদ মোবারক ও বিশেষ জ্ঞাতব্য

চলতি মাসের শেষদিকে ঈদের ছুটিতে প্রেস এবং ডাক বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এবারের 'আহমদী' দুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করিতে হইলে। সময়ের অভাবে অত্র সংখ্যার কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য আমরা দুঃখীত। ইনশাআল্লাহ আগামী সংখ্যাগুলিতে উহা পুরণ করিয়া দেওয়া হইবে।

সকল পাঠক-পাঠিকার খেদমতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ পেশ করিতেছি।

— সম্পাদক

ভুল সংশোধন

বিগত সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ২০ নং ছত্রে 'অন্তর্ভুক্ত'-এর স্থলে 'অভুক্ত' হইবে। অনুগ্রহপূর্বক পাঠক-পাঠিকারা সংশোধন করিয়া লইবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৮১ ইং : ১৫ই ওফা, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

৪০ রুকু

২৮৫। যাহা কিছু আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র, এবং তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন, অতঃপর তিনি যাহাকে চাহিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পরম ক্ষমতাবান।

২৮৬। যাহা কিছু এই রসুলের উপর তাহার রবের পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে তাহার উপর সে (স্বয়ংও) ঈমান রাখে এবং (অপরাপর) মোমেনগণও (ঈমান রাখে) ; তাহারা সকলেই আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ এবং তাঁহার কিতাব সমূহ এবং তাঁহার রসুলগণের উপর ঈমান রাখে ; (এবং তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রসুলগণের মধ্য হইতে কাহাকেও (অন্যজন হইতে) কোন পার্থক্য করি না ; এবং তাহারা (ইহাও) বলে, আমরা (আল্লাহ্‌র হুকুম) শুনিয়াছি এবং আমরা (অন্তরের সহিত তাঁহার) অনুগত হইয়াছি ; (এই সকল লোক প্রার্থনা করে) হে আমাদের রব ! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই দিকে আমাদিগকে ফিরিতে হইবে।

২৮৭। আল্লাহ্ কখনও কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব দেন না ; সে যে (সৎ) কাজ করিবে (উহা) তাহার জন্য (ফলদায়ক) হইবে এবং সে যে (অসৎ) কাজ করিবে (উহা) তাহার উপর (বিপদাকারে) বর্তিবে ; (তাহারা ইহাও বলে) হে আমাদের রব ! আমরা যদি কখনও ভুলিয়া যাই অথবা আমাদের ত্রুটি হয় তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে শাস্তি দিও না ; হে আমাদের রব ! এবং তুমি আমাদের উপর এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিও না যেরূপ তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর করিয়াছিলে ; হে আমাদের রব ! এবং

(ঐ ভাবে) আমাদের উপর (এমন) বোঝা চাপাইও না যাহা (বহিবা)র আমাদের সাধ্য নাই, এবং আমাদিগকে মার্জনা কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর রহম কর, কারণ তুমি আমাদের প্রভু; সুতরাং কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর।

সুরা আলে ইমরান—৩

ইহা মদনী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহাতে ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে।

১। আমি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা (এবং) বারবার করুণাকারী।

২। আলিফ লাম মীম।

৩। আল্লাহ্ (এমন সত্তা যিনি) ব্যতিরেকে কেহ এবাদতের হকদার নহে, চির জীবন্ত ও (সকলের) জীবন দাতা, স্বীয় সত্তায় চিরস্থায়ী ও (সকলের) স্থিতিদাতা।

৪। তিনি তোমার উপর সত্য সম্বলিত এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহা ইহার (অর্থাৎ এই কিতাবের পূর্ববর্তী (ওহী)র তসদীককারী এবং তিনি ইহার পূর্বে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য তওরাত ও ইঞ্জীল নাযেল করিয়াছিলেন এবং (আরও) তিনি ফয়সালাকারী নিদর্শন নাযেল করিয়াছেন।

৫। যাহারা আল্লাহর নিদর্শনবালীকে অস্বীকার করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি (অবধারিত) আছে এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও শাস্তিদানের অধিকারী।

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যে কোন বস্তুই গোপন নহে।

৭। সে তিনি যিনি তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত দ্ব্যর্থহীন (এবং সুস্পষ্ট), যেগুলি এই কিতাবের মূল, এবং অন্যকতক (আয়াত) আছে (যেগুলি) বিভিন্ন ব্যাখ্যাবহ; অতএব যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে, তাহারা ফিৎনার উদ্দেশ্যে এবং এই কিতাবকে উহার প্রকৃত তত্ত্ব হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহার (অর্থাৎ এই কিতাবের) বিভিন্ন ব্যাখ্যাবহ (আয়াতের) পিছনে পড়িয়া যায়, অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ্ এবং জ্ঞানে পরিপক্ক ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই জানে না, তাহারা বলে, আমরা ইহার (অর্থাৎ এই কালামের) উপর ঈমান রাখি, এই সবই আমাদের রবের তরফ হইতে সমাগত; বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

৯। হে আমাদের রব! তুমি আমাদিগকে হেদায়ত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিওনা, এবং তোমার তরফ হইতে রহমতের উপকরণ দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

১০। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি মানবজাতিকে সেইদিন একত্রিত করিবে, যাহার (আগমন) সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও তাঁহার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী, আউলিয়াগণের কিরামত এবং বিবিধ হাদিস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬০৭। ইমাম আবু দাউদ হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রিওয়াইত করেন যে, তবুক যুদ্ধের সময়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে খৃষ্টানদের তৈরী পনির উপস্থিত করা হইল। উহার সম্বন্ধে ধারনা ছিল যে, উহা পারসিকদের তৈরী ছিল। তিনি (সাঃ) কোনো প্রকার তত্বানুসন্ধান না করিয়া ছুরি আনাইলেন এবং বিসমিল্লাহ্ পাঠ করিয়া উহা কাটিলেন এবং ব্যবহার করিলেন।

এক রিওয়াইতে আছে: মক্কা বিজয়ের সময় পনির পেষ করা হইলে তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: এ কি? সাহাবা নিবেদন করিলেন, অনারব (আজমী) ইহা তৈরী করে।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, ছুরি দিয়া কাটিয়া ইহা ব্যবহার করিতে পার। কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই।

অন্য রিওয়াইতে বর্ণিত আছে, লোকগণ ইহাও বলিয়াছিল যে, ইহা তৈরী করিতে মৃত জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয়। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "অধিক পর্যালোচনার ও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। ছুরি দিয়া কাট এবং আল্লাহ্তায়ালার নাম লইয়া খাও।" [ফাৎহুল মুয়ীন শরহে 'কুর্রাতুল আয়িন, বাবুস সালাত; ১৪ পৃঃ ১৩১১হিঃ সংস্করণ; যুর্কানী শরহে মুয়াহেবুল-লাদুনীয়া; লিআল্লামা কুস্তলানী; ৪:৩৩৫ পৃঃ]

৬০৮। আবু মুসালাতের কন্যা উম্মিয়া বলেন যে, বনি গাফফারের এক স্ত্রীলোক, যাহার নামও তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারী রাবির স্মরণ নাই, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "আমি বনি গাফফারের অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিলাম: 'রাসুলুল্লাহ, আমরা চাহিতেছি যে, আমরা আপনার সাথে এই খয়বর যুদ্ধে যোগদান করি, আহতদের মলম-পট্টি বাঁধি এবং আমাদের সাধ্যমত মুসলমানগণের সাহায্য করি। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন: বিসমিল্লাহ! বড় ভাল কথা। আল্লাহতায়ালা তোমাদের এই সংকল্প মুবারক (কল্যাণময়) করুন'। সেই স্ত্রীলোকটি বর্ণনা করিতেছেন: 'আমরা হুজুর (সাঃ)-এর সাথে চলিলাম। আমি তখন যুবতী ছিলাম। হুজুর আমাকে তাঁহার উষ্ট্রের উপর বসিবার স্থানে পিছনে বসিতে দিলেন। আমি যখন নামিলাম, দেখি কি! আমার 'হাইয' আরম্ভ হইয়াছে। এ ছিল আমার প্রথম 'হাইয'।

তদবস্থায় আমার লজ্জা বোধ হইল এবং আমি উষ্ট্রের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যখন হুজুর আমার অবস্থা দেখিলেন, তখন ফরমাইলেন: 'তোমার কি হইয়াছে? সম্ভবতঃ তোমার হাইয শুরু হইয়াছে।' আমি বলিলাম, 'জি হ্যাঁ' রসুলুল্লাহ! তিনি ফরমাইলেন: লজ্জা করিবে না। পানির বর্তন লইয়া উহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া তদ্বারা পরিস্কার হও এবং উষ্ট্রের উপর বসার যায়গাও ধুইয়া পরিস্কার কর। তাহার পর। আবার আরোহণ করিবে।' সেই সাহাবিয়া (রাযিঃ) বলিতেন: আল্লাহ্তায়ালা খয়রের হুজুর (সাঃ) কে বিজয় দান করিলে তিনি আমাদিগকেও যুদ্ধোত্তর প্রাপ্ত গনিমত হইতে কিছু মাল দিয়াছিলেন। এবং এই যে হার তোমরা আমার গলায় দেখিতেছ, হুযুর (সাঃ) আপনার শুভ হস্তে আমার গলায় দিয়াছিলেন। খোদার কসম, আমি কখনো এই হার আমার গলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিব না।' বর্ণনাকারী রাযি বলেন যে এই হার সর্বদা তাহার গলায় থাকিত। এমন কি মৃত্যুকালে সে ওয়াসিয়ত করিয়াছিল যে এই হার তাহার সাথে দাফন করা হয়। এই মহিলার অভ্যাস এই ছিল যে, হাইয হইলে পানিতে লবণ মিশ্রিত করিয়া স্নান করিতেন। তিনি ইহাও ওয়াসিয়ত করিয়াছিলেন যে ওফাতের পর তাঁহাকে যে পানি দিয়া গোসল দেওয়া হয়. উহাতেও লবণ মিশ্রিত করা হয়।" ['মুসনাদে আহমদ, ৬:৩৮০ পৃঃ]

৬০৯। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির ছিলাম। রাত্রি ছিল। তিনি (সাঃ) চৌদ্দ রাত্রির চাঁদের দিকে দেখিলেন এবং ফরমাইলেন: 'তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাব্বে করীমকে বাধা-ব্যতিক্রম ছাড়া এমনইরূপে দেখিতে পাইবে, যেমন নাকি এই চৌদ্দ রাত্রির চাঁদ দেখিতেছ। যদি তোমরা এই মহা মর্যাদা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে চাও, তবে ফজর ও আসরের নামায ওয়াক্ত মোতাবেক পড়িতে কোনোরূপ শৈথিল্য করিবে না।" ['বুখারী আল বাবু কিতাবুল ওয়া আলযি জালিয়াতে কাউলুল্লাহেতায়ালা 'ওয়াজুহুঁ মাইযিন নাযেরাতুন ইলা রাব্বে হানাযেরাহ ২:১০০৫ পৃঃ]

৬১০। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "দুইটি বাক্য রাহমান কৃপালু খোদার নিকট অতি প্রিয়। মুখে উচ্চারণ করিতে বড়ই সহজ এবং হাল্কা। কিন্তু সাওয়াবের তোলা-দণ্ডে খুব ভারী। সেই বাক্যগুলি হইল: 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি; সুবহানাল্লাহিল আযীম' ("আমি আল্লাহ্তায়ালার তাসবিহ্ করি, তাঁহার প্রশংসায় মশগুল। আমি মহামহিমান্বিত মহাগৌরবান্বিত এক ওয়াহেদ খোদার তসবিহ করিতেছি, নিস্কলঙ্ক হওয়া ঘোষণা করিতেছি।

('বুখারী; আল-বুদ আয়াল জমিয়াতে 'বাবু কাউলুল্লাহুতায়ালা 'ওয়া নাফায়াম মুয়াযিনুল কিস্ত (সুরাহ:); ২:১১২৯ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

এখন কুরআন করীমের অস্ত্র হাতে লও, তোমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

'কুরআন' শব্দটিতে গভীর মনোনিবেশ করিলে আমার নিকট ইহা প্রকাশিত হইল যে, এই বরকতপূর্ণ শব্দটির মধ্যে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা এই যে, ইহাই 'কুরআন' অর্থাৎ পাঠোপযোগী পুস্তক, এবং কোন এক যুগে ইহাই অধিকতর পাঠোপযোগী পুস্তক হইবে, যখন অধ্যয়নে অন্যান্য পুস্তকাবলীকেও উহার সহিত শরীক (সমতুল্য) করা হইবে। সেই সময়ে ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে এবং বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তীব্র প্রচেষ্টাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে একমাত্র এই কিতাবটিই পাঠ করার উপযুক্ত হইবে এবং অপরাপর সকল গ্রন্থই সম্পূর্ণ পরিহারযোগ্য হইবে। ..... 'ফুরকান' শব্দের অর্থও ইহাই অর্থাৎ একমাত্র এই কিতাবই সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে এবং অন্য যে কোন কিতাব বা গ্রন্থই ইহার সমমর্যাদা সম্পন্ন ও পর্যায়ভুক্ত হইতে পারিবে না।.....এখন সকল পুস্তক বাদ দিয়া দিবারাত্র শুধু কিতাবুল্লাহ (কুরআন পাক) পাঠ কর। ..... বড়ই বে-ঈমান সেই ব্যক্তি যে কুরআন করীমের দিকে মনোনিবেশ করে না এবং শুধু অপরাপর গ্রন্থ ও পুস্তকাবলীর উপরই রাতদিন ঝুঁকিয়া থাকে।' ...আমাদের জামাতের কর্তব্য কুরআন করীম লইয়া ব্যস্ত থাকা এবং উহার গবেষণায় সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করা। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, কুরআন করীমের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি দেওয়া হয় না এবং উহার শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে ততটুকু সাধনা করা হয় না যতটুকু হাদিসের ক্ষেত্রে করা হয়।

এখন কুরআন করীমের অস্ত্র হাতে লও; তোমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এই নূর ও আলোর সম্মুখে কোন অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারিবে না। আমি বলিতেছি যে, প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থই একমাত্র সেই অস্ত্র যাহা এখনও কার্যকরী রহিয়াছে এবং সদা-সর্বদাই কার্যকরী হিসাবে বিরাজ করিবে। পূর্বেও প্রথম শতাব্দীতে স্বয়ং হুজুর সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবাগণের হাতে ইহাই একমাত্র অস্ত্র ছিল। সহস্র সহস্র মোবারকবাদ সেই কওমেরই প্রাপ্য, যাহারা ইহাকে গ্রহণ ও ধারণ করতে এবং একমাত্র এই অতুল ও অনন্য কিতাবকে নিজ ঈমানের অমূল্য রত্ন হিসাবে গণ্য করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা-সংশয় বোধ করেন নাই, বরং অত্যন্ত জোশ ও খুশীর সহিত অগ্রসর হইয়া এই ফুরকান ও জ্যোতির্ময় কুরআনের ডাকে সাড়া দিয়াছেন।''

(আল-হাকাম, ৪র্থ খণ্ড, সাখ্যা ৩৭, পৃঃ ৫, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০০ইং)

অনুবাদ :- মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

ঈদুল ফিৎরের খেৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৩ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

মানবজাতির প্রকৃত ঈদ সেই সূর্যোদয়ে (সাঃ) সূচিত হয়, যাহার জ্যোতি-বিকাশ মক্কার পারন পর্বত-শৃঙ্গে ঘটিয়াছিল। সেই ঈদের পূর্ণবিকাশের যুগ তখনই হইবে, যখন ইসলামের সূর্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে স্বীয় জ্যোতির্ময় কিরণে পরিব্যাপ্ত করিবে।

মুমেন সুলভ আনন্দের সম্পর্ক কুরবাণী, আত্মত্যাগ এবং জিম্মাদারী সমূহ পালনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত।

জামাত আহমদীয়া সহাস্য বদনে ঈদসমুহ উদ্‌যাপন করতঃ ইসলামের গালাবা ও প্রধান্যবিস্তারের রাজপথে আগাইয়া যাইতে থাকিবে।

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন : সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির ঈদ মোবারক হউক।

ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্যের কারণেই ইসলামী উৎসব সমূহেও এক অতুলনীয় সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়।

জুমার ঈদ ছাড়া আমাদের জন্য বৎসরে দুইবার ঈদ আসে এবং উভয় ঈদ এক মুমিন মুসলিম আহমদীর জীবনের দুইটি দিক বা ধারার সহিত সম্পর্ক রাখে। এক, সেই ঈদ, যাহা কতক নির্দিষ্ট এবাদত পালনের পর পবিত্র রমজান মাস শেষে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে আমাদিগকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সেই ঈদ, যাহা আর এক প্রকারের এবাদত সমূহ পালনের পর আমরা লাভ করিয়া থাকে। মোট কথা, আমাদের মুমেন সুলভ জীবনের সহিত এই দুই প্রকার ঈদের সম্পর্ক।

ইসলামে ব্যক্ত খুশী ও আনন্দের দার্শনিক তত্ব এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন মানুষের প্রতি দয়া পরবস হন এবং মানুষ তাঁহার সন্তোষ লাভ করে, তখনই উহা তাহার জন্য প্রকৃত খুশীর কারণ হয়। এই ধারায় যদিও এক মুমেনের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তই ঈদ হইয়া থাকে, কিন্তু কতক জিনিস প্রকাশমান রূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যাহাতে আমাদের জীবনের সেই (ইহলৌকিক) অংশ যাহার মধ্য দিয়া আমরা অতিক্রম করিতেছি, অর্থবা সেই (পরলৌকিক) অংশ যাহার সম্বন্ধে আমরা গাফিল ছিলাম, এতদউভয় বিষয়ে আত্ম-জিজ্ঞাসা বা পর্যালোচনা করিতে পারি।

মানবজাতির প্রকৃত ঈদ তো সেই সূর্যোদয়ে (সাঃ) সূচিত হয় যাহার জ্যোতির্বিকাশ (পবিত্র মক্কানগরীর) পারন পর্বত-শৃঙ্গসমূহে ঘটিয়াছিল, যাহা তখন এক জগতকে আলোকিত করিয়াছিল এবং যাহার আলোকচ্ছটা অন্ধকাররাশীর বিরুদ্ধে এক মহান বিজয় মণ্ডিত যুদ্ধ লড়িয়াছিল এবং সকল আঁধারকে দূরীভূত করিয়াছিল। কিন্তু নির্ধারিত ঐশী পরিকল্পনা এবং পূর্ব হইতে প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী উহার কিছুকাল পর অন্ধকারপূর্ণ মেঘরাশী সেই সূর্যের কিরণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। কিন্তু এহেন অবস্থা সম্পর্কে শুভসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা মোহাম্মদী নূর আপন গোলামদিগের মাধ্যমে জগতময় পুনরায় উদ্ভাসিত হইবে এবং সমগ্র জগতকে স্বীয় আলোকমালায় ব্যপ্ত করিয়া অন্ধকাররাশীর চিরতরে অবসান ঘটাইবে।

সুতরাং জামাত আহমদীয়ার ঈদ তো সেই 'সুবেহ্ সাদেক' (সু-প্রভাত)-এর আবির্ভাবে শুরু হয়, যাহার সংবাদ পূর্ববর্তীগণ দিয়াছিলেন এবং যাহার সুখবর উম্মতে-মুসলেমা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে লাভ করিয়াছে। এহেন 'সুবেহ্ সাদেক' প্রকাশের সহিত ইসলামের ঈদ দৃশ্যমানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ইহাই আমাদের আনন্দোৎসব করার হেতু বা উপলক্ষ্য। অর্থাৎ এ বিষয়ের অভিব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও প্রীতিকে যেরূপে আমরা লাভ করিয়াছি, সেইরূপে মানবজাতির পক্ষে এলাহী রহমত ও ঐশী প্রেমকে লাভ করার এখন সুযোগ ঘটিতে চলিয়াছে। ইহা 'সুবেহ্ সাদেক'-এর উদয় মাত্র এবং আমাদের ঈদের সূচনা। এবং এই 'সুবেহ্ সাদেক' উদিত হওয়ার পর সেই যুগ আসিবে, যখন ইসলামের সূর্য স্বীয় মহিমা ও পূর্ণপ্রতাপের সহিত মধ্যগগণে পৌঁছিয়া সমগ্র জগতকে উহার জ্যোতির্ময় কিরণে বিষ্টিত ও উদ্ভাসিত করিবে, তখন আমাদের ঈদ চরম শিখরে উপনীত হইবে। এই সকল (আনুষ্ঠানিক) ঈদ তো, যেরূপ আমি পূর্বেও বলিয়াছি, উল্লিখিত প্রকৃত ঈদেরই প্রতীক বা ফলশ্রুতি স্বরূপ। যদি ইসলাম না আসিত বা কায়েম না থাকিত, তাহা হইলে এত বরকতময় ও সুন্দর আকারে এই সকল ঈদও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না।

সুতরাং আমাদের ঈদ, যাহা পবিত্র রমজান মাসের পরে আমরা উদযাপন করি, অথবা পবিত্র হজ্ব উপলক্ষ্যে আমাদের জন্য 'ঈদুল আযহা' রূপে খুশীর আর এক মওকা আসে— এই সকল আনন্দের উপলক্ষ্য তো সেই 'সুবেহ্ সাদেক'-এর আবির্ভাবের সহিতই সম্পৃক্ত যাহার সাক্ষাৎ যোগসূত্র সেই 'সেরাজেঁ মুনীর'-এর সহিত সংযুক্ত, যাহা হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তায় আপন পূর্ণ দীপ্তি ও জোতির্বিকাশ সহকারে বিরাজমান। কিন্তু এই সকল খুশীর সঙ্গে কুরবানীর সম্পর্ক রহিয়াছে, এই সকল আনন্দের সহিত মহান জিম্মাদারী সমূহ পালনের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, এই সকল চিত্ত-প্রসাদের সহিত মুমেন সুলভ আত্মত্যাগের নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই সকল খুশীর সহিত আত্মভোলা প্রেমিক সুলভ আত্মোৎসর্গের বিষয় জড়িত রহিয়াছে, এই সকল আনন্দের সঙ্গে হযরত

মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি কোরবান হওয়ার সত্যিকার উদ্দীপনাময় আবেগের সম্পর্ক রহিয়াছে। মোট কথা, এই সকল আনন্দোৎসবের সহিত আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা অনুযায়ী ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে সেই সকল চূড়ান্ত কুরবানী পেশ করার বিষয় সম্পৃক্ত রহিয়াছে, যে সকল কুরবানী পেশ করার জন্য ইসলামের প্রধান্য বিস্তার সম্পর্কিত অভিযান আজ জামাত আহমদীয়ার ব্যক্তিবর্গের নিকট দাবী জানাইতেছে।

সুতরাং ঈদ তো প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিবার পর আমাদের পক্ষ হইতে আরও অনেক কিছু পেশ করিবার উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত হয়। ঈদ তো প্রকৃতপক্ষে এ কথার স্বাক্ষর ও প্রতীক স্বরূপ যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহক্রমে বিগত কুরবানী সমূহের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা কিছু লাভ করিলাম কি না। পুনঃ ঈদ আমাদের এই সংকল্পকে চিহ্নিত করে যে, আমরা আমাদের রব্বে-গফুর ও রব্বে করীমের নিকট হইতে যাহা কিছু হাসিল করিতে পারিয়াছি, উহাতে আরও বৃদ্ধি সাধনের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কুরবানী পেশ করিব এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের মুজাহেদা ও প্রচেষ্টাকে সতেজ ও ত্বরান্বিত করিব, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) এক স্থানে বলিয়াছেন, এবং বস্তুতঃ উহাই আমাদের ঈদ—তিনি বলেন :—

"নিশ্চিত জানিবে, ঐশী সাহায্য লাভের সময় সমাগত এবং আমার এই কার্যক্রম মানুষের পক্ষ হইতে পরিচালিত নয় এবং কোন মানবীয় পরিকল্পনা ইহার ভিত্তি স্থাপন করে নাই। বরং ইহা বস্তুতঃ সেই 'সুবেহ সাদেক'-এর উদয় যে সম্বন্ধে পবিত্র লিপি সমূহে পূর্ব হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। খোদাতায়ালা অতীব প্রায়াজনের সময়ে তোমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। অচিরেই তোমরা কোন মারাত্মক গহ্বরে গিয়া পতিত হইতে চলিয়াছিলে, কিন্তু তাঁহার সস্নেহ হস্ত তোমাদিগকে ত্বরিৎ তুলিয়া লইয়াছে। শোকর কর এবং খুশীতে আস্ফালন কর, কেননা আজ তোমাদের সজীবতার দিন আসিয়াছে। খোদাতায়ালা তাঁহার দ্বীনে-ইসলামের উদ্যানকে, যাহা পুণ্যাত্মাগণের রক্তের দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তিনি কখনও ইহা চাহেন না যে পরজাতি সমূহের ধর্মগুলির ন্যায় ইসলামও প্রাচীন গল্প-গুজবের এক আকর বা সমষ্টিতে পরিণত হউক, যাহার মধ্যে মওজুদ বরকত ও বর্তমান কল্যাণের লেশ মাত্র না থাকে। তিনি আঁধারের পূর্ণ প্রধান্যের সময়ে স্বীয় পক্ষ হইতে নূর প্রেরণ করিয়া থাকেন। অন্ধকার রাত্রির পর কি নতুন চন্দ্রদোয়ের প্রতীক্ষা করা হয় না? তোমরা কি অমাবশ্যার রাত্রিকে, যাহা আঁধারের পেষ রাত্রি, প্রত্যক্ষ করিয়া এই সিদ্ধান্ত দান কর না যে আগামীকাল নতুন চন্দ্রের উদয় হইবে? আক্ষেপ, তোমরা এই পৃথিবীর বাহ্যিক প্রাকৃতিক বিধানকে তো খুব বুঝো, কিন্তু উহারই সমতুল্য রূহানী প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ!" ('ইযালা আওহাম'—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫০৪)

এখন দেখুন, তাঁহার এই এরশাদ—"খোদাতায়ালা কখনও চাহেন না যে তাঁহার দ্বীনের উদ্যানকে, যাহা পুণ্যাত্মাগণের রক্তের দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছিল, পরজাতির ধর্মগুলির

ন্যায় ইসলামও প্রাচীন কিস্‌সা ও গল্প-গুজবের আঁকর বা সমষ্টিতে পরিণত হউক, যাহাতে মওজুদ বরকত ও বর্তমান কল্যাণের কোন কিছুই বিদ্যমান না থাকে'—বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে বরকত ও কল্যাণ হইতে উম্মতে-মুসলেমার অধিকাংশই বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা পুনরায় উম্মতে মুসলেমার মধ্যে জামাত আহমদীয়া লাভ করিয়াছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা এমন এক জাতি তৈরী হইয়াছে, যাহারা এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহারা ইসলামের উদ্যানে পুনরায় সজীবতার উপকরণ ঠিক সেইরূপেই সৃষ্টি করিবে, যেরূপে পূর্ববর্তীগণ এই বাগানকে তাঁহাদের রক্তের দ্বারা সিঞ্চন করিয়া উহার সজীবতা ও সৌন্দর্য্যের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আমাদের এই ঈদ কুরবানীর দুইটি যুগের মধ্যবর্তীকালেই আসিয়া থাকে। কিন্তু একজন মুমেনের চেহারায় পূর্ববর্তী ও মকবুল কুরবানীর পরিণামে অবসাদ ও সেই সকল শাস্তিমূলক চিহ্ন প্রকাশ পায় না, যেগুলি সাধারণতঃ দুনিয়াদার ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর তাহাদের চেহারায় মানুষ দেখিতে পায়। তেমনি মুমেনের অন্তরে কোন রকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠারও সৃষ্টি হয় না ; ইহা ভাবিয়া যে তাহাকে এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক কুরবানী পেশ করিতে হইবে। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার মহান ফজল ও অনুগ্রহ রাজী লাভ করিবার পর এবং সেই সকল মহান রহমত হাসিলের পর, যেগুলি কুরবানীর ফলশ্রুতিতেই নিরূপিত হইয়া থাকে, মুমেনের মুখমণ্ডলে সেই সজীবতা, প্রফুল্লতা, খুশী, শান্তি ও স্বস্তির চিহ্নাবলী পরিদৃষ্ট হয়, যাহা তাহার চেহারায় স্বতঃই প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত। কেননা সে তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাহার রব্বে-করীমের ক্রোড়ে উপবিষ্ট থাকিয়া অতিবাহিত করে।

ইসলাম আমাদিগকে বলে যে, তোমাদের জন্য দুইটি জান্নাত প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি সেই জান্নাত, যাহা এই ইহলৌকিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ, একটি সেই জান্নাত যাহার মধ্যে উহা জান্নাত হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা, সংকট ও আযমায়েশ বিদ্যমান থাকে। অন্য কথায়, এই দুনিয়াবী জান্নাতে আল্লাহ্‌তায়ালা কখনও ধন-সম্পদ ফেরৎ লইয়া পরীক্ষা করেন, কুরআন করীম বলে, কখনও অন্যান্যদের মুখ দিয়া তোমাদিগকে ক্লেশদানের উপকরণ সৃষ্টি করা হইবে। আরও বলে, কখনও তোমাদের ধন-দৌলত ছিনাইয়া লওয়া হইবে, কিন্তু তোমাদের চেহারার দীপ্তি ও প্রফুল্লতা এবং হাসি কেহ ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। ইসলাম বলে, কখনও এই প্রকারের কুরবানী দিতে হইবে, আর কখনও অন্য প্রকারের কুরবানী দিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রকারের কুরবানী সত্ত্বেও, এই সমস্ত প্রকারের সংকট ও পরীক্ষা সত্ত্বেও (মুমেনের জন্য) এই দুনিয়াবী জীবনকে জান্নাত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। একজন মুমেন তো ইহাকে জান্নাত হিসাবেই অনুভব করে। কেননা, যাবতীয় পরীক্ষা ও সংকট তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি ও ভালবাসাকে আরও উদ্দীপিত করে। যে ব্যক্তির হৃদয়ে এই একীন বিরাজ করে যে সে তাহার রাব্বে-করীমের নিকট হইতে তাঁহার সন্তোষ ও প্রীতি হাসিল করিতেছে, সে এই সকল পরীক্ষা ও সংকট

এবং কুরবাণীকে কোন কিছুই মনে করে না। সে এগুলিকে তাহার পথের কণ্টক মনে করে না বরং এসকল তাহার নিকট পথের ফুল হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা ইহাদের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তায়ালার প্রীতির অতীব সুন্দর জ্যোতির্বিকাশ সমূহ তাহার নিকট দৃশ্যমান হয়। সেজন্যই পরকালীন জান্নাত সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাই ইহকালীন জান্নাত সম্পর্কেও বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেন—

وجوه يومئذ مسفرة - ضاحكة مستبشرة - (عبس ٣٩-٤٠)

অর্থাৎ, "কতকগুলি চেহারা সেই দিন রুহানী প্রফুল্লতায় সমুজ্জল হইবে, হাসিখুশী ও আনন্দ মুখর হইবে।"

হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও প্রফুল্লতা সঞ্চার হয়, তাহার জন্য আর কোন কিছুরই আশংকা থাকে না। বস্তুতঃ আনন্দ ও প্রফুল্লতা মানব হৃদয়ে সৃষ্টি হয় এবং তাহার চেহারায় প্রস্ফুটিত হয়। সেইজন্য জামাত আহমদীয়ার এক বিশেষত্ব এই যে, দুনিয়া যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করুক না কেন, উহা তাহাদের চেহারায় উদ্ভাসিত হাস্য তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা দুনিয়ার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার। এজন্য যে, আহমদীগণের চেহারার হাসি এবং আনন্দ ও প্রফুল্লতার আবেগ সমূহ তাহাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ ও প্রতিটি রন্ধ্র হইতে উৎসারিত হইতেছে। উহাদের উৎস কাদের ও তওয়ানা খোদাতায়ালার পবিত্র সত্তা, যিনি সর্বশক্তিমান। ইহার মোকাবেলায় যে সকল পরীক্ষা ও সংকট আছে, উহাদের উৎসও এলাহী অভিপ্রায়। ইহা তো ঠিক। কিন্তু উহাদের সম্পর্ক এক হিসাবে খোদাতায়ালার মখলুকের সহিতও বটে, যাহাদের সম্বন্ধে আমরা বলি যে, হে খোদা! ইহাদের প্রতিও অনুগ্রহ বর্ষণ কর। কেননা ইহারা যে সব কার্যকলাপ করিতেছে তাহা এজন্যই করিতেছে যে, ইহারা বুঝে না। ইহারা না তো ইহাদের মোকাম ও মর্যাদার সহিত পরিচিত, না তো ইসলামের মাহাত্ম্যের প্রতি ইহাদের কোন লক্ষ্য আছে এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শান ও মর্যাদা উপলব্ধি করিতেও ইহারা অক্ষম। অথচ ইমাম মাহদী (আঃ) সমগ্র উম্মতে-মুসলেমার মধ্যে সেই একক ব্যক্তি, যাহার প্রতি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় সালাম প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ তাঁহার কদর করে না এবং তাঁহার মোকাম ও মর্যাদা বুঝে না। এতদসত্ত্বেও আমরা তাহাদের জন্য দোওয়া করি যে, হে খোদা! যেভাবে তুমি আমাদের জন্য এখানে ইহকালীন জান্নাতের উপকরণও সৃষ্টি করিতেছ, সেই ভাবে তুমি আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্যও ইহকালীন জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি কর, যাহাতে উহার পর তাহাদের জন্য পরকালীন জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি হইতে পারে।

সুতরাং আমাদের চেহারা তো সর্বদা হাসি উজ্জল চেহারা। আমাদের চেহারার প্রসন্নতাকে ছিনাইতে পারে এমন কোন সন্তান কোনও মাতা জন্ম দেয় নাই। এজন্য যে আমাদের কর্ণকুহরে সর্বক্ষণ খোদাতায়ালার প্রেমের বাণী পতিত হইতেছে, এজন্য যে খোদাতায়ালা আমাদিগকে সেই 'সুবেহ সাদেকের' আলোকমালা দেখার এবং চেনার তওফিক দান করিয়াছেন,

যাহা ইসলামের আখেরী গালাবা ও চূড়ান্ত বিজয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছিল। সুতরাং 'অনাদি ও অনন্ত নূরের' কিরণ সমূহ লাভ করার যে ব্যক্তির সুযোগ ঘটিয়াছে, সে জুলমাত ও অন্ধকাররাশীকে ভয় করিতে পারে না। কেননা, সে তো স্বয়ং এক সমুজ্জল মিনারে পরিণত হইয়া যায়। সমুজ্জল মিনারের চারিদিকে আঁধার ভিড়িতে পারে না। আঁধারের আক্রমণ, যাহা কখনও মুখ বা জবান নিঃসৃত অন্ধকারের, কখনও হস্ত সম্প্রসারিত অন্ধকারের, আর কখনও অত্যাচারমূলক পরিকল্পনা সূলভ অন্ধকারের রূপ ধারণ করে, উহা নূরের মিনার সমূহের চারিদিকে যে নূরের ছটা বিরাজ করে উহাকে তিরোহিত করিতে পারে না। বরং এই সকল অন্ধকার নিকটে ভিড়িবার প্রয়াস পাইলেও আবার পলায়নরত হয়। সেইজন্য আমাদের মুখমণ্ডল উক্ত আয়াতে-করীমা অনুযায়ী আজও ঈদের এই বাহ্যিক লক্ষণ হিসাবে مُسْفِرَة (মুসফেরাতুন) অর্থাৎ রুহানী আনন্দ-উল্লাসে সমুজ্জল। আমরা হাসি, আমরা আনন্দমুখর। এজন্য যে আমাদের রব্বে-করীমের প্রীতি আমাদের হাসিল হইয়াছে। আমাদিগকে এ প্রত্যয় ও নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের যুগ আসিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, সেই যাবতীয় সুভ-সংবাদ, যাহা এই বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে একটি জামাত সৃষ্টি করা হইবে, যাহার মাধ্যমে ইসলাম সারা জগতে বিজয় লাভ করিবে, সেই সকল শুভ সংবাদ পূর্ণ হওয়ার সময় আসিয়াছে। আমরা খোদাতায়ালার আজেয ও বিনীত বান্দা। আমরা দুর্বল ও গোনাহ্‌গার বান্দা। আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। কিন্তু আমাদের প্রতি খোদাতায়ালার এই ফজল ও অনুগ্রহ রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার পূর্ণতম প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামের গালাবা ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নির্বাচিত ও মনোনীত করিয়াছেন। আমাদের দেল তাঁহার হামদে পরিপূর্ণ। আমাদের প্রতিটি শক্তি এবং আমাদের প্রতিটি বস্তু (তাঁহারই ফজল ও অনুগ্রহে আমরা যেগুলির অধিকারী হইয়াছি) তাঁহার পথে কুরবাণী ও উৎসর্গিত হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। সুতরাং ইহা সেই কওম, যাহারা আনন্দ চিত্তে সহাস্য বদনে ঈদ সমূহ উদ্‌যাপন করতঃ ইসলামের প্রধান্য বিস্তারের রাজপথে ক্রমাগত আগাইয়া যাইতে থাকিবে। সেইজন্য হে খোদাতায়ালার প্রিয় জামাত! খোদা তোমাদের জন্য এই ঈদকে এবং ইহার পরেও প্রত্যেকটি ঈদকেই মোবারক করুন এবং তাঁহার প্রীতিকে অধিকতর তোমাদের নসীব করুন।

খোৎবা সানিয়ার পর হুজুর (আইঃ) বলেন: এখন আমরা দোওয়া করিব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী দোওয়ায় শামিল হউন। আল্লাহ্‌তায়ালা যে সকল ওয়াদা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তিনি যেন সেগুলি আমাদের জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হওয়ার অধিকতর উপকরণ সৃষ্টি করেন। ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রধান্য বিস্তারের আনন্দই আমামাদের প্রকৃত আনন্দ। সেই আনন্দে আমরা নিজেরা এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ যেন বেশীরও বেশী অংশ লাভ করিতে পারে। তেমনিভাবে আমাদের পরিবার-পরিজন যেন বংশপরম্পরায় খোদাতায়ালার পথে সর্ব প্রকারের কুরবানী পেশ করিতে থাকে এবং তাঁহার প্রীতি ও সন্তোষ অর্জনকারী হয়। আসুন দোওয়া করিয়া লই।

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান), ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৪ইং হইতে অনুদিত]

অনুবাদ :— মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আল্লাহতায়ালা আহমদীয়া জামাতকে ক্রমাগত এরূপ অলৌকিক উন্নতি দান করিয়া চলিয়াছেন যাহা লক্ষ্য করিয়া মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি হতভম্ব হইয়া পড়ে।

আমাদের উচিত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কুরবানী পেশ করি যাহাতে আল্লাহতায়ালার ফজল আরও অধিক ও বিপুল পরিমাণে নাজেল হয়।

রাবওয়া (মসজিদে-আকসা)-২২শে মে ১৯৮১ইং—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন যে, জামাত আহমদীয়া একটি দ্বীনি (ধর্মীয়) জামাত। ইহাকে খোদাতায়ালা স্বয়ং নিজ হাতে কায়েম করিয়াছেন। তিনি এ জামাতকে ক্রমাগত উন্নতি দান করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের সার্বিক তবলীগি (ইসলাম প্রচার মূলক) প্রচেষ্টা ও জদ্দোজেহেদ এবং কুরবানী সত্বেও আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, আমাদের জামাত ঈমানের সাকুল্য চাহিদা ও উপকরণ পূরণে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহার মাগফিরাত (ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার)-এর দ্বারা আমাদের দুর্বলতাগুলিকে ঢাকিয়া স্বীয় ওয়াদা সমূহ আমাদের সপক্ষে ক্রমাগত পূর্ণ করিয়া চলিয়াছেন। তিনি একমাত্র তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে আমাদিগকে এরূপ অলৌকিক উন্নতি দ্বারা ভূষিত করিতেছেন যাহা লক্ষ্য করিয়া মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি হতভম্ব হইয়া যায়। আমি একথা বহির্দেশে সফরকালে সেখানকার নাস্তিকদিগকেও জানাইয়াছি এবং তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, প্রতিটি প্রভাতে উদিয়মান সূর্য জামাতে আহমদীয়াকে পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেখিতে পায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া তাহারাও বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। হুজুর বলেন, আল্লাহ্তায়ালার এই সকল অনন্য সাধারন ফজল ও কৃপা দৃষ্টে আমাদেরও পূর্বাপেক্ষা অধিক এখলাস ও নিষ্ঠা প্রদর্শনে যত্নবান হওয়া উচিত যাহাতে খোদাতায়ালার ফজল অধিকতর প্রবলবেগে ও বিপুল পরিমাণে বর্ষিত হয়। আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসায় বিভোর জামাত যাহাকিছু লাভ করিতেছে উহার মূল্যায়ন বা অনুমান করাও অসম্ভব।

হুজুর পশ্চিম আফ্রিকায় জামাতের দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং সেখানকার আহমদী মুসলমানদের এখলাস ও নিষ্ঠা এবং কুরবানীর স্পৃহার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আফ্রিকার কতিপয় দেশে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ মুখলেস, কর্মঠ ও আত্মোৎসর্গিত আহমদীদের উদ্ভব ঘটিয়াছে যে তাহাদের এখলাস, কর্ম প্রেরণা ও কুরবানীর স্পৃহা দেখিয়া ইহাই অনুভব হয় যে, এই সকল লোক ওয়াকেফীনে-জিন্দেগী অপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তবলীগ করিতেছেন। তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বেতন বা পারিশ্রমিকা গ্রহণ

ব্যতিরেকেই শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সর্ব প্রকার কাজ করিয়া চলিয়াছেন। হুজুর (আই:) এই প্রসঙ্গে নাইজেরিয়ার একটি ক্ষুদ্র শহর 'আলারু'-এর জামাতের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কয়েক হাজার সদস্য সম্বলিত উক্ত জামাত শহরের চারি প্রান্তে চারটি মসজিদ পূর্বেই নির্মাণ করিয়াছিল। এখন তাহারা শহরের উপকণ্ঠে একটি সুরম্য জামে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। আমি আমার সাম্প্রতিক বিদেশ সফর কালে সেই জামে-মসজিদটির উদ্বোধন করিয়াছিলাম। এই সকল মসজিদ তাহারা কেন্দ্র হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে নিজেরাই তৈরী করিয়াছেন।

হুজুর নাইজেরিয়ার উক্ত জামাতের তবলীগি উদ্যম ও স্পৃহার প্রশংসা করিয়া বলেন যে প্রতি রবিবার তাহাদের মোটর সাইকেল আরোহিত দল তবলীগের উদ্দেশ্যে বাহির হয়। তেমনিভাবে তাহারা তবলীগি উদ্দেশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি মাইক্রোবাসও ক্রয় করিয়াছেন। উহাতে লাউডস্পিকার বসাইয়া তাহারা আশেপাশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তবলীগ করেন। তাহাদের এ সকল কর্ম-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তাহারা দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এতদঞ্চলে চৌদ্দটি নূতন জামাত কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খোদাতায়ালা তাহাদের চেষ্টা-প্রয়াসে স্বীয় ফজল ও করমে আরও অধিক বরকত দান করিতেছেন।

হুজুর বলেন, উহার মোকাবিলায় পাকিস্তানে কতক মুবাল্লেগ এমনও আছেন যে, যদি তাহারা কোন একজন ব্যক্তিরও হেদায়তের কারণ হইয়া যান তাহা হইলে মনে করেন যেন তাহারা তারেক বিন যিয়াদের ন্যায় স্পেন জয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে হুজুর (আই:) দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ ঘানাতে জামাত আহমদীয়ার দৈনন্দিন ক্রমাগত উন্নতির কথা উল্লেখ পূর্বক সেখানকার জামাতের সদস্যগণের ঈমান ও এখলাস এবং কুরবানীর জযবারও প্রশংসা করেন। হুজুর বলেন, সেখানকার জামাতকে আল্লাহ্‌তায়ালা এত তরক্কী ও কবুলিয়ত এবং বিস্তার লাভের সুযোগ দান করিয়াছেন যে, বিগত বৎসর যখন আমি সেখানে যাই তখন এরূপ অনুভব হইতেছিল যেন সমগ্র দেশটাই আহ্‌মদী হইয়া গিয়াছে। যদিও তদ্রুপ এখনও হয় নাই। তথাপি সেখানকার আহমদীগণ এ আশা রাখেন যেঅদূর ভবিষ্যতেই আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আহ্‌মদী মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হুজুর বলেন, আমি প: আফ্রিকার দুইটি দেশ ঘানা ও নাইজেরিয়াতে জামাতী অগ্রগতির সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করিয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বত্রই তাঁহার ফজল নাজেল করিতেছেন। ইহাও তাঁহার কত বড় ফজল যে, পাকিস্তানের বাহিরে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য সকল দেশে তবলীগ ও এশায়াতের সকল ব্যয়-ভার সেখানকার জামাত সমূহ নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে এবং মরকজ হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকেই প্রচারের কর্তব্য তাহারা নিজেরাই পালন করিতেছে।

বিদেশের জামাত সমূহ এবং সেখানকার নিবেদিতপ্রাণ আত্মোৎসর্গকারী বন্ধুদের এখলাস ও বিপুল কুরবানী এবং তাহাদের উপর বর্ষণ মুখর ফজল ও কৃপার কথা উল্লেখ করিবার পর হুজুর স্বদেশী স্থানীয় জামাত সমূহ, সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী এবং বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় কর্মীবৃন্দ এবং মুবাল্লেগদিগকে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অসমাপ্ত

(আল-ফজল ৩১শে মে ৮১ইং)

অনুবাদ :—মো: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী

সাংবাদ ঃ

নাইজেরিয়ায় নতুন চারটি আহমদীয়া সেকেণ্ডারী স্কুল উদ্বোধন

নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী মহোদয়গণের পক্ষ হইতে জামাতে আহমদীয়ার ইসলাম প্রচার এবং জন কল্যানমূলক সেবা এবং কর্মতৎপরতার ভুয়শি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম মিশন নাইজেরিয়ার ব্যবস্থাধীন প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ট্রুথ'-এর ১৩ই মার্চে সংখ্যায় প্রকাশ যে, নাইজেরিয়াতে 'নুসরত জাহান স্কীম' এর অধীন আরও চারটি নুতন সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হইয়াছে। এমনি ধারায় উক্ত স্কীমের অধীনে বর্তমানে পরিচালিত আহমদীয়া স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইল দশটিতে। আল-হামদুলিল্লাহ।

নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশের শিল্পমন্ত্রী আল-হাজ্ব সোলেমান আলী বলেন : "জামাত আহমদীয়া একান্ত প্রয়োজনের সময়ে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়া সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিয়াছে এবং কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, ফলে এই স্কুল খুলিতে পারিয়াছে।" ১৬ই মার্চ ১৯৮১ইং তিনি উক্ত স্কুলগুলির মধ্যে 'ওয়েণ্ডা' মোকাম প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়া উক্ত কথাগুলি বলেন। তিনি তাহার ভাষণে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি এই অভূতপূর্ব জনকল্যাণ মূলক সেবার জন্য জামাতে আহমদীয়াকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "এই অঞ্চলে প্রথম আহমদীয়া স্কুলের কৃতীত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের কারণেই আরও নুতন স্কুলসমূহ স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে।"

উল্লেখযোগ্য যে সর্ব উচ্চ শ্রেণীর আঞ্চলিক বোর্ডের পরীক্ষায় উক্ত অঞ্চলের 'আমায়েশা' মোকামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া স্কুলে শতকরা একশত ভাগ ফল দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় স্কুলটির ১৬ জন ছাত্রের মধ্যে একজনও ফেল করে নাই। এবং কয়েকজন ছাত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

নাইজেরিয়ার মহামান্য প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি তাঁহার এক বাণীতে বলিয়াছেন : 'আমি জামাতে আহমদীয়ার ধর্মীয় প্রচার মূলক কর্মতৎপরতা এবং অত্র দেশে স্কুল, হাসপাতাল এবং ক্লিনিক সমূহ স্থাপনের সম্পূর্ণ খাতিয়ান লইয়াছি। উক্ত ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার কর্ম-প্রচেষ্টা একান্ত প্রশংসাযোগ্য এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য আলোকবর্তিকার মর্যাদা বহণ করে।" (দৈনিক আল-ফজল ২১ ও ২৩শে মে ১৯৮১ইং)

গ্যাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মসজিদে নাসের' উদ্বোধন

'নুসরত স্কুলে'র ১০ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান

গ্যাম্বিয়া, (পঃ আফ্রিকা)-এর রাজধানী বাঞ্জালে আহমদীয়া নুসরত স্কুল'-এর ১০ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে গ্যাম্বিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্যার দাউদ আকিরা বাজওয়ারা যোগদান করেন এবং 'মসজিদে নাসের' উদ্বোধন করেন। উভয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ, উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর শীর্ষ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও গ্যাম্বিয়া অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'নুসরত স্কুলের' কর্মতৎপরতা ও উত্তম ফলাফলের প্রশংসা করিয়া বলেন যে স্কুলটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে উচ্চমান ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছে উহা এই ধরনের যে কোন প্রতিষ্ঠনের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বহণ করে।

তিনি তাঁহার ভাষণের শেষে জামাত আহমদীয়া এবং গ্যাম্বিয়া জামাতের আমীর সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মোহতারম আমীর সাহেব তাঁহার ভাষণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং রাষ্ট্রপতিকে স্কুলে তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিস্বরূপ নীল বর্ণের একটি কার্পেট রিবন পেশ করেন, যাহাতে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে হুযূরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক প্রেরিত বাণীর একাংশ স্বর্ণাক্ষরে খচিত ছিল :

"Love for all hatred for none." ("সকলের প্রতি ভালবাসা, কাহারো প্রতি ঘৃণা নয়")। উল্লেখ্য যে হুজুরের বাণী উক্ত অনুষ্ঠানে পাঠ করিয়া শোনান হয় যাহা উপস্থিত সুধীবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। ('দৈনিক আলফজল' ১৬মে, '৮১ইং)

জামেয়ায় বাংলাদেশী ছাত্রের কৃতিত্ব

রাবওয়া হইতে পত্র মারফত জানা গিয়াছে বশীরুর রহমান জামেয়ার প্রথম পরীক্ষায় তাহার ক্লাশে মোট ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৬৪০ নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ। ইহা ছাড়াও মসিহ মাউদ (আ:)-এর কিতাবের পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার দরুন তাহাকে নগদ ১০০ (একশত) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশ হইতে আরও ২জন ছাত্র সালেহ আহমদ ও আশরাফুজ্জামানও তাহাদের স্ব স্ব ক্লাশে আল্লাহতায়ালার রহমতে যথাক্রমে মোট ১৩০০-এর মধ্যে ১০০৮ এবং ৯০০-এর মধ্যে ৭৩৭ নম্বর পাইয়া উত্তমরূপে পাশ করিয়াছে।

বন্ধুগণ জামেয়ার সকল ছাত্রদের সম্মুখের পরীক্ষায় আরও উত্তম ফল লাভের, ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য দোয়া আমি রাখিবেন।

কৃতি ছাত্র

সৈয়দ নাসীম আহমদ ১৯৮১ সনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের এস এস, সি পরীক্ষায় মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় হইতে নৈর্বাচনিক গণিতে কৃতি নম্বরসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মোড়াইল গ্রামের জনাব সৈয়দ আবদুল কাহহার সাহেবের প্রথম পুত্র। বন্ধুগণ তাহার লেখা-পড়া ও রুহানী উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

আহমদীয়া জামাত সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

পরীক্ষার পূর্বে এবং পরে হুজুরের খেদমতে আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের পত্র লিখার নির্দেশ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তা'লিমী অগ্রগতি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা জামাতের সামনে রাখিয়াছেন উহাতে হুজুর প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন সে যেন যে পরীক্ষাই দিক উহার ফল (পাশ বা ফেল) সম্বন্ধে হুজুর (আইঃ)-কে পত্র মারকত জানায়, তেমনি হুজুর প্রত্যেক জামাতের উপরও এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ফেহরেস্তি হুজুরের খেদমতে প্রেরণ করিবেন। সুতরাং হুজুর ৭ই মার্চ ১৯৮০ইং তারিখে জুমার খোৎবায় ইরশাদ করিয়াছেন :

জামাত সমূহ এই ওয়াদা করুন যে, পরীক্ষা সমূহের ফল বাহির হইলে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পত্র লিখিবে তাহাদের ফেহরেস্তি আমাকে পাঠাইবেন।'

উল্লেখযোগ্য যে হুজুর প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষার পূর্বে এবং পরে দোওয়ার জন্য হুজুরের খেদমতে পত্র লিখিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে এই মহা কল্যাণ ও বরকতের অধিকতর অংশীদার হওয়ার তওফিক দিন এবং জামাতের সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তাদিগকেও হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের কর্তব্য পালনের তওফিক দিন। আমীন। সংকলন : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

পবিত্র রমজানে পালনীয় কয়েকটি জরুরী বিষয়

সাদাকাতুল ফিৎর বা ফিৎরানা এবং ফিদিয়া

সাদাকাতুল ফিৎর রমজানুল মুবারকের সামুষ্টিক এবাদতের একটি জরুরী অংশ এবং হুকুল-এবাদের সহিত ইহা সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বুনিয়াদি গুরুত্ব বহণ করে। সুতরাং বিশেষত রমজান মাসে অনাথ-অভাবীদের সাহায্য এবং দানশীলতা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান ও উৎকৃষ্টতম আদর্শের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাদাকাতুল ফিৎর রমজানের এবাদতের জরুরী অংশ হিসাবে নূন্যতম কার্যকর ব্যবস্থা। আহ্‌কামে শরীয়ত অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে এমন কি নবজাত শিশুর পক্ষ হইতে ফিৎর নির্ধারিত হারে আদায় করা ফরজ করা হইয়াছে। মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের পূর্ব প্রকাশিত সার্কুলার অনুযায়ী এবারের ফিৎরানা মাথা পিছু ৯·৭৫ পয়সা ধার্য্য করা হইয়াছে। ঈদের পূর্বেই যাহাতে অভাবী ভাই-বোনদের মধ্যে ফিৎরানার টাকা বন্টন করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাশীঘ্র উহা পরিশোধ করাই বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত ফিদিয়াও রমজানের উল্লেখিত এবাদতের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোজা রাখিতে অপারগ অথবা রোজা রাখিয়া অধিকতর সওয়াব ও বরকত হাসিলে আগ্রহী ব্যক্তিদিগকে শরীয়তে ফিদিয়া আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উল্লেখ্য, এ বৎসর ফিদিয়া ১৫০/ হইতে ২৫০ পর্যন্ত নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী আদায়ের জন্য নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহাও রমজানের মধ্যেই পরিশোধ করিতে হয়।

ঈদ ফাণ্ড

বর্তমান যুগ যেহেতু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক জারীকৃত এশায়তে-ইসলামের মাধ্যমে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের যুগ এবং ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য এবং আমাদের প্রকৃত খুশী ও আনন্দ লাভের মূল উপায়। সেজন্য ইশায়াতে ইসলামের উদ্দ্যেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক উভয় ঈদ উপলক্ষ্যে উক্ত চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে যখন টাকার মূল্য অনেক বেশী ছিল তখন প্রত্যেক উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য উক্ত চাঁদা কমপক্ষে এক টাকা হারে নির্ধারিত ছিল—সেই অনুপাতে বর্তমানে টাকার মূল্যহ্রাসের কারণে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী প্রত্যেকের এই চাঁদা অধিক হারে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত: আমাদের এখানে অমুসলিমদের মোকাবেলায় এশায়াতে ইসলাম তথা অতি জরুরী প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক টাকার প্রয়োজন। সেই জন্য বন্ধুদিগকে ঈদ ফাণ্ডে বেশী হারে আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

পবিত্র রমজানে তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদের চাঁদা আদায়ের গুরুত্ব

তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদের চাঁদা রমজান শরীফের মধ্যে যাহারা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া থাকেন তাহাদের নামের তালিকা প্রতি বৎসর হযরত মুসলেহ মওউদের সময় হইতেই খলিফায়ে ওক্তের সমীপে বিশেষ দোওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তদনুযায়ী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী এই রমজান মাসের মধ্যেও উক্ত চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর দোওয়া লাভে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

- মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

ওয়াকফে আরজী

জনাব মো: আজাহার উদ্দিন খন্দকার জনাব মুখলেসুর রহমান বাংলাদেশ আঞ্জুমানে এবং আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেবের আদেশ ক্রমে ১১।৬।৮১ তারিখে ১২।৬।৮১ হইতে ২৬।৬।৮১ তারিখ পর্যন্ত ১৪ দিনের জন্য ওয়াকফে আরজীতে দিনাজপুর জেলার "আহমদ নগর" জামাতে গমন করেন। আমীরে কাফেলা জনাব খন্দকারতাহাদের রিপোর্টে জানান যে, তাহারা তথায় আহমদ নগর ও শালশিরীতে দুইটি কেন্দ্র করে যথাক্রমে সকালে ও রাত্রে আতফাল, নাসেরাত ও খোদ্দামকে নিয়া কোরআন নাজেরা শিখার ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার ক্লাশ করেন। সকলেই স্বতস্ফূর্ত ভাবে উক্ত ক্লাশে অংশ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় অভিবাকগণও এই ক্লাশের সর্বাঙ্গিন কামিয়াবীর জন্য পুর্ণ সহোযোগিতা দান করেন। ইহা ছাড়া সেখানে তাহারা উভয়ে শুক্রবারে মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাধারণ সভা আহ্বান করেন ও কায়েদ সাহেবের সহযোগিতায় মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তজদিন ও বাজেট পুর্ণ করেন। আহমদনগর হইতে তাহরা একদিন স্থানীয় দুইজন আহমদী ভ্রাতার সহযোগীতায় মীরঘড়, তেঁতুলিয়া ও বাংলাবান্দা গমন করেন এবং সেখানকার লোকজনের সাথে পরিচিত হই। ওয়াকফে আরজী শেষ করে তাহারা কেন্দ্রীয় খোদ্দাম মজলিশের আদেশ ক্রমে দিনাজপুরের ভাতগাও, বীরগঞ্জ, দোহাণ্ডা, হেলেঞ্চাকুড়ি ও দিনাজপুর মজলিশ সমূহে গমন করেন ও মজলিশের কাজ-কর্ম সম্পন্ন করিয়া সহিসালামতে ঢাকা ফিরেন। আলহামদুলিল্লাহ। পরিশেষে তাহারা দ্বীনের অধিক খেদমত করার এবং জ্ঞান, জানমাল ও সময়ের কুরবানী করার তওফিক পাওয়ার জন্য জমাতের সকলের নিকট দোওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

মোহতারম আমীর সাহেবের দৌড়া

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেব ১লা জুলাই হইতে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত খুলনা—কুষ্টিয়া ও রাজশাহীর কতিপয় জামাত পরিদর্শন করেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে তিনি বর্তমানে কুশলে আছেন। (আহমদী রিপোর্ট)

শোক সংবাদ

সুসবতাবাদ কোলদিয়াড় কুষ্টিয়া আমাদের স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আবদুল জব্বার সাহেবের আহমদী পিতা জনাব মরহুম কলিমুদ্দিন প্রামানিক (৮০ বৎসর) ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ·· রাজেউন। মৃতের রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আনসারুল্লার জ্ঞাতব্য

১। এতদ্বারা সকল বিভাগীয় নাজেম ও জায়ীমে আলাকে জানানো যাইতেছে যে মাত্র দুই একটি মজলিস ব্যাতীত অন্যান্য আনসারুল্লাহ মজলিস হইতে আমরা নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট পাইতেছি না। এই বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের নিজ নিজ মজলিসের রিপোর্ট প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে অবশ্যই ঢাকায় পাঠাইয়া দেন।

২। গত মাসে নুতন বাজেট ফরম প্রতি মজলিশে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেই ফরম অনুযায়ী নিজ নিজ বাৎসরিক বাজেট ('৮১) পূরণ করিয়া সত্বর ঢাকায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার—মজহারুল হক
মোতামাদ উমুমী, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিনীন'

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No.- 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor